শ্রী আর-এস-প্রোডাকসন্সের

বহ্নিশিখা

পরিচালনা **পীযূষ বসু**

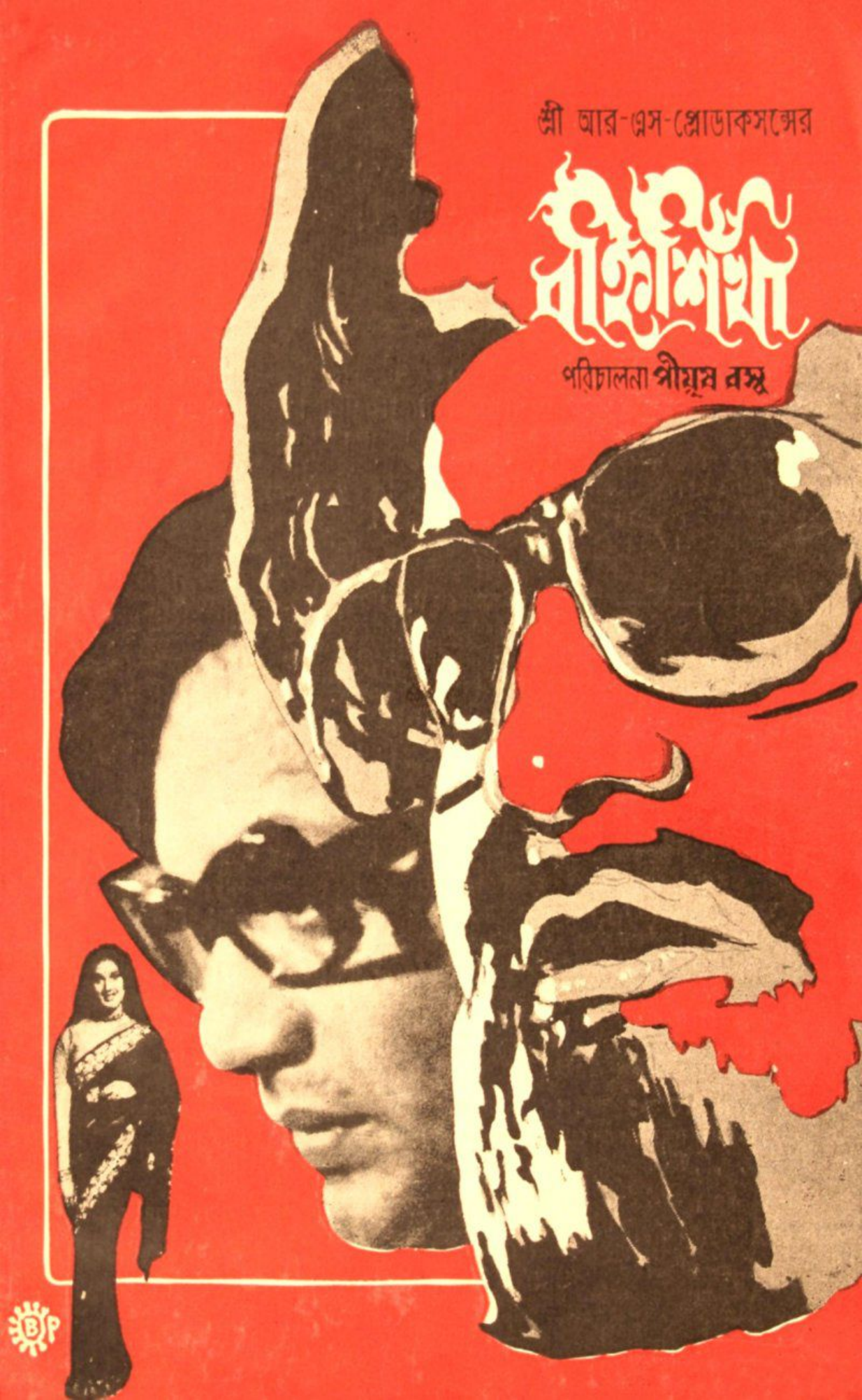

শ্রী আর, এস, প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন

বহ্নিশিখা

চিত্রনাট্য-সংলাপ পরিচালনা : **পীযূষ বসু**

কাহিনী : **নীহাররঞ্জন গুপ্ত**
সঙ্গীত : **হেমন্ত মুখার্জী**

চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন, অনিল তালুকদার ॥ সঙ্গীতগ্রহণ : সত্যেন চ্যাটার্জী, জ্যোতি চ্যাটার্জী ॥ আবহ-সঙ্গীত ও শব্দপুনঃযোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জী ॥ সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী ॥ শিল্প-নির্দেশ : সূর্য্য চ্যাটার্জী ॥ গীত-রচনা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার ॥ নেপথ্য-কণ্ঠ : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, রাণু মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, মিস্ মরিয়ম** ॥ নৃত্য-পরিচালনা : শক্তি নাগ ॥ নৃত্যে : আরতি মজুমদার ॥ পাশ্চাত্য-নৃত্যে : মিস্ শেফালী, মিস্ ববি ॥ কেশ-বিন্যাশ : সাওু, লেডিজ বিউটি কর্ণার। স্থিরচিত্র : এড্না-লরেঞ্জ ॥ পরিচয়-লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ কর্মাধ্যক্ষ : রতন চক্রবর্ত্তী, সন্তোষ দত্ত ॥ ব্যবস্থাপনায় : বিশ্বনাথ দে, সোমনাথ দাস ॥ প্রচার : ফণীন্দ্র পাল ॥ প্রচার-শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি ॥ রূপসজ্জা : নিতাই সরকার, অনাথ মুখার্জী।

ভূমিকায় : উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, রঞ্জিত মল্লিক, অলিভিয়া, স্বপনকুমার, তরুণকুমার রবীন ব্যানার্জী, অসীমকুমার, মণ্টু ব্যানার্জী, কিরণ লাহিড়ী, শম্ভু ভট্টাচার্য্য সুব্রত সেন, রসরাজ চক্রবর্ত্তী, প্রশান্ত চ্যাটার্জী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, অতিদাস, সমর চক্রবর্ত্তী, ডাঃ চন্দ্র, রূপনারায়ণ দত্ত, বলরাম রায়, বিনয় লাহিড়ী বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ বসু, সুরিং মিত্র, বিরাজ দত্ত, দাশরথি নাগ, গৌর শ্রীমানী, নীহার চক্রবর্ত্তী, মিঃ জনষ্টন, মিঃ ফিলিপ, মিঃ ওবরে, পিণ্টু ঘটক, গোপী দে, রবীন ঘোষ, প্রবীর ভট্টাচার্য্য, মাঃ কাজল দে, শিবানী বসু, নীতা দেবী, বিজয়া চক্রবর্ত্তী, কল্যাণী অধিকারী, মঞ্জুশ্রী বসু, পলিন চ্যাটার্জী, কুমারী পীশা আগরওয়াল।

সহকারীগণ : পরিচালনায় : অজিত চক্রবর্ত্তী, জয়ন্ত বোস, সুজয় দত্ত, আবীর বসু ॥ সঙ্গীত-পরিচালনায় : ভি, বালসারা, সমরেশ রায়, পরিমল চ্যাটার্জী, অজিত চ্যাটার্জী, সাজ-সজ্জায় : নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই ॥ ৺ধীরেন দত্ত ॥ কার্ত্তিক লেকা ॥ চিত্রগ্রহণে : পঙ্কজ দাস, স্বপন দত্ত, নূর আলী, যুগল সরদার ॥ শব্দগ্রহণ : যুগারাম ॥ আবহ-সঙ্গীতে পাঁচুগোপাল ঘোষ, ভোলানাথ সরকার, রবীন চৌধুরী : সঙ্গীত-গ্রহণে : বলরাম বারুই। রূপসজ্জায় বটু গাঙ্গুলী, সুব্রত সিংহ, বংশী রায়, শিল্প-নির্দেশনায় : রামবিলাস ভট্টাচার্য্য ॥ সম্পাদনায় : সুনীত সাহা ॥ ব্যবস্থাপনায় : পরেশ বসাক ॥ আলোক-সম্পাতে : সতীশ হালদার, দুখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, বেণুধর বিশাল, মঙ্গল সিং, অনিল পাল, মধুসূদন গোস্বামী ॥ রসায়নাগারে : অবনী ব্যানার্জী, ফণী সরকার, কানাই ব্যানার্জী, পঙ্কু ঘোষ, অবনী মজুমদার, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী, দুলাল সাহা, দিলীপ রায়, বংশী রায়, তাপস বসু।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার : আর, কে, জয়সোয়াল (হিন্দুস্থান ইণ্টারন্যাশনাল), লক্ষীকান্ত তেওয়ারী (তেওয়ারী ব্রাদার্স), সেনাজ রেষ্টুরেন্ট, চন্দ্রকুমার ষ্টোর্স, পি-আর-ও ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট, গোদরেজ বয়েজ, এ, টি, দাঁ (গান মার্চেন্ট) কুমার ইলেকট্রিক্স।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে আর, বি, মেহতা কর্ত্তৃক পরিস্ফুটিত। প্রভাত দাসের তত্ত্বাবধানে ১নং নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও-এ গৃহীত।

চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ পরিবেশিত।

বিলাসবিহারী শুধু খ্যাতিমান ব্যারিষ্টার নন, তিনি একজন ত্যাগী মানুষ। উপার্জন যা করেন তার যথাসর্বস্ব গরীবদুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। বিলাসবিহারী সমাজের মধ্যে একজন মহৎ মানুষ, দামী মানুষ বলে অভিনন্দিত হয়েছেন।

কিন্তু এই বিলাসবিহারীকে সপ্তাহের একটি বিশিষ্ট দিনে সমস্ত প্রয়োজনকে অস্বীকার করে একটি আশ্রমে দেখতে পাওয়া যায়। এই আশ্রমে তিনি মানুষ হয়েছেন। স্বভাবতঃই আপনারা ভাবতে পারেন বিলাসবিহারী একজন অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তি। সত্যিই তাই তিনি। যার ফলে প্রণয়িনী লতিকাকে স্ত্রীরূপে পাওয়ার ভাগ্য থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। লতিকা সবই জানত এবং পরিচয়-গোত্রহীন বিলাসবিহারীকে স্বামীরূপে বরণ করে নিতে তার আপত্তি ছিলনা। কিন্তু অভিভাবকদের বিরুদ্ধতায় তাঁদের মিলন সম্ভব হয়নি। তবু লতিকা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যে বিলাসবিহারী ব্যারিষ্টারী পাশ করে ফিরে আশা অবধি তিনি প্রতীক্ষা করবেন।

বিদেশে থাকার সময় কিছুদিন বাদে পত্রের আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে গেল। বিলাসবিহারী ব্যারিষ্টারী পাশ করে ফিরে এসে লতিকাদের পুরানো ঠিকানায় তাকে পেলেন না। অনেক অনুসন্ধানের পর লতিকার দেখা পাওয়া গেল। সে তখন তাঁর প্রতীক্ষমানা প্রণয়িনী নয় অপরের বিবাহিতা গৃহিনী ও একটি ফুটফুটে মেয়ের জননী।

অভিভাবকদের চাপে পড়ে লতিকা তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেননি কিন্তু বিলাসবিহারী জীবনের এই চরম বঞ্চনাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারলেননা। তাঁর এই পরিচয়-গোত্রহীন জন্মের জন্যে তিনি তো দায়ী নন। লতিকার ভালবাসার ছোঁয়ায় বিলাস-বিহারী তাঁর পরিচয়হীন জীবনের ক্ষোভ

বিস্মৃত হয়েছিলেন। জীবনের ইপ্সিত কামনায় পড়ল ছেদ, স্বপ্ন ভেঙে হয়ে গেল চুরমার। তারপরই দেখা গেল একটি মানুষের দুই রূপ ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইড। একরূপে নাম করা ব্যারিষ্টার বিলাসবিহারী, অন্য রূপে এক দুর্দান্ত সমাজবিরোধীদলের নেতা মিঃ সিন্‌হা। রাত্রি ন'টার পর প্রতিহিংসায় অন্ধ একটি বিভীষিকাময় চরিত্র।

বিরাট হোটেল চালান মিঃ সিন্‌হা। ক্যাবারে নাচের ঘূর্ণী পদক্ষেপ যখন হোটেলের সকলকে মাতিয়ে তোলে তখন হোটেলের চোরাকুঠুরী থেকে অদৃশ্য দলনেতার নির্দেশে স্মাগলিং-এর ফলাও ব্যবসা চলতে থাকে। চোরাকুঠুরীতে কতরকম বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা। দলের কয়েকজন পাণ্ডা হ'ল আহ্‌মেদ দুরানী, কুমার বাহাদুর আর বহ্নি। তন্বী তরুণী বহ্নি যেন রূপের বহ্নিশিখা।

এই বহ্নি হচ্ছে মিঃ সিন্‌হার পালিত কন্যার মত। নিতান্ত শৈশবে বহ্নিকে বিলাসবিহারী পার্ক থেকে তুলে এনেছিলেন। দয়ামায়াহীন এক শয়তানের হৃদয়ে বহ্নি ছিল একমাত্র দুর্বলতা। বহ্নি লতিকার মেয়ে জেনেই তাকে চুরি করে এনে ছিলেন বিলাসবিহারী। লতিকার স্বামী হলে এই রকম একটি মেয়ের বাবা হওয়ার সৌভাগ্য তাঁরও হতে পারত।

পুলিস দুষ্কৃতকারী অন্ধকারের এই দলটির ঘাঁটি আবিষ্কারেরই জন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গোয়েন্দা প্রদ্যোত সেই অনুসন্ধানকারীদের নেতৃত্ব নিয়েছে।

ছ'মা অন্তর দলপতির আবির্ভাব ঘটত দলের সামনে। দলের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু। দলের এক বিশ্বাসঘাতককে ইলেকট্রিক চেয়ারে পুড়ে মারা হ'ল। দলের প্রতি নির্দেশ ছিল দলের কেউ যেন বহ্নির দিকে লালার হাত না বাড়ায়।

বহ্নিকে দিয়ে স্মাগ্‌লিং-এর অনেক মাল পাচার করা হত। গোয়েন্দা-পুলিশ ইন্সপেক্টর প্রিয়দর্শন প্রদ্যোতের সঙ্গে বহ্নির পরিচয় হয় হঠাৎ। পরিচয় ক্রমশঃ গভীর অন্তরঙ্গতার দিকে এগিয়ে যায়। মিঃ সিন্‌হা জানতে পারলেন ওদের এই এই মেলামেশার কথা। তিনি বহ্নিকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, পুলিশ-ইন্সপেক্টর প্রদ্যোতকে সে এবার থেকে চিনতে পারবেনা। অর্থাৎ তাদের অনুরাগকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চাইলেন। বহ্নিও প্রতিজ্ঞা বজায় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একটি ঘটনার জন্যে বহ্নির সে প্রতিজ্ঞা টিকলনা।

মিঃ সিন্‌হার কড়া নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কুমার বাহাদুরের নজর পড়েছিল বহ্নির ওপর। একদিন বহ্নিকে এক নির্জন রাস্তায় একা পেয়ে কুমার বাহাদুরের নিযুক্ত গুণ্ডারা তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বহ্নির 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে পুলিশ-ইন্সপেক্টর প্রদ্যোৎ সেখানে দেখা দেয়। পুলিশ দেখে গুণ্ডারা বহ্নিকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। তখন প্রদ্যোৎকে না চেনার ভান করা বহ্নির পক্ষে আর সম্ভব হয় না। প্রদ্যোৎ জানে বহ্নি আসলে কে ও কি তার সত্যকারের পরিচয়। কারণ, মেয়ে চুরি হওয়ার পর লতিকা প্রদ্যোৎকে পুত্ররূপে পালন করেছিল।

আহ্‌মেদ দুরাণীকে শাস্তি পেতে হয়েছে। সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। কুমার বাহাদুরও বহ্নির ওপর হামলা করার জন্যে মৃত্যু বরণ করে নিল। একদিন ভোরে এক বিরাট লরীর ধাক্কায় কুমার বাহাদুরের গাড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আরোহী বাঁচল না।

দলের বিশিষ্ট সভ্যদের বিশ্বাসঘাতকতায় দল ভেঙে যেতে বসেছে। পুলিশও মিঃ সিন্‌হাকে ধরবার জন্যে জাল বিস্তার করেছে। এক মৃত্যু ছাড়া পালাবার আর পথ নেই। কিন্তু বহ্নির জীবন নষ্ট করে দিতে পারেন না বিলাসবিহারী। লতিকাকে ফিরিয়ে দেবেন তার মেয়ে। বহ্নি-প্রদ্যোতের মিলনের সেতু তিনি বেঁধে যাবেন মৃত্যুর আগে।

তাই ধরা দিলেন বিলাসবিহারী, গভীর আবেগের সঙ্গে অকপটে সব স্বীকার করলেন তিনি। মিঃ হাইডকে হারিয়ে দিলেন ডাঃ জেকিল।

সঙ্গীত

(১)

এ জ্বালা সে তারই জ্বালা হায়
যার খুন না করেও ফাঁসি হ'লো
এ মালা তো সেই সে মালা
মিলনের আগেই যে হায় বাসি হ'লো
আমি হারিয়ে গেলাম, ফুরিয়ে গেলাম
অবহেলাই কুড়িয়ে পেলাম
ভেঙ্গে যাওয়াই বাসরে মন
সুর হারানো বাঁশি হ'লো
সুখী হবার স্বপ্ন আমার
ভেঙ্গে যাবে ভাবিনি যে
এবার বুঝিয়ে দেবো এই জ্বালাটা
সহ্য করা কঠিন কি যে
জ্বালিয়ে দেবো পুড়িয়ে দেবো
বুকের জ্বালা জুড়িয়ে নেবো
গুঞ্জন যে ছিলো ফুলে
সে তো কাল বৈশাখীর হাসি হ'লো
এ মালা তো সেই সে মালা
মিলনের আগেই যে হায় বাসি হ'লো ॥

(২)

আয়রে সোনা আয়
আয় কোলে আয়রে
কেঁদে কেঁদে দু'চোখ আমার
অন্ধ হয়ে যায়রে
কতদিনতো মা ডাকটা
শুনিনি তোর মুখে
কে বলে তুই হারিয়ে গেছিস্
এইতো আছিস্ বুকে
কোথায় আছিস্ কেমন আছিস্
দেখতে যেন মন চায়রে
তোর পুতুলগুলো তেমনি আজো
আছে যে পথ চেয়ে
তোকে বকবোনা আর মারবোনারে
আয়রে লক্ষ্মী মেয়ে
ঝাঁপিয়ে কখন পড়বি বুকে
হাঁটী হাঁটী পায়রে।

(৩)

Life is just a game
Love is like a game
O heart, you are heartless
Traitor is your name

Just like the dying stars
All my dreams are ruined
Promises that you made
Are written in the wind

The nights of Stolen bliss
Like rainbows all fade
with the touch of your warm kiss
A house of cards I made

Now you are gone from me
And now we two are apart
What is written in the wind
Is the wailing of my heart

(৪)

জাঁহাপনা আ—
ঢের হয়েছে মোহব্বতের খুন খারাব
তোমার জখমি দিল করবে আরাম
পান পেয়ালার লাল সরাব
কি করে আজ বুঝবে জনাব
একটু চুমুক না দিলে
দিল্‌লগি আর কোরো না গো
আজ এ খুশীর মহফিলে
রাত কি রাণী আতর মেখে মেজাজটা
নয় মস্তি হোক
ইসারারই ঝিলিক মারে
বেহিসেবী বিজলী চোখ
জওয়ানির এ জ্বালা নিয়ে পড়েছি কি মুস্কিলে
দিল্‌লাগি আর করোনা
আজ এ খুশীর মহফিলে
কি করে আর বুঝবে জনাব
একটু চুমুক না দিলে
জোছনা যে ওই পিছলে পড়ে
জানলা গুলোর জাফরিতে
জোছনা যে ওই পিছলে পড়ে
জানলাগুলোর জাফরিতে
তাজা খুনের রক্ত দেখ
তাজা খুনের রক্ত দেখ
লাল গোলাপের পাপড়িতে
দিলরুবা কি বাজে বলো
দিলরুবা কি বাজে বলো সুরে বেঁধে না দিলে
দিল্‌লাগি আর করো না
আজ এ খুশীর মহফিলে
কি করে আজ বুঝবে জনাব
একটু চুমুক না দিলে

উত্তমকুমার অভিনীত
চণ্ডীকা ফিল্মসের

অসাধারণ

কাহিনী ও পরিচালনা
সলিল সেন
সঙ্গীত-নচিকেতা ঘোষ
আরতি-উৎপল-বিকাশ-কমল-দিলীপরায়-ভানু-জহর-জয়শ্রীরায়-হরাধন-সন্তোষদত্ত-তপেন-তরুণ-অশোক
ও নবাগত সন্তু মুখার্জী

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের যে সব ছবি আসছে

তিনটি ভিন্ন রূপসজ্জায়
উত্তমকুমার
অসীম সরকার প্রযোজিত ঊষা ফিল্মসের

রাজবংশ

আরতি-বিকাশ-ছায়া দেবী-তরুণ
দিলীপরায়-নীলিমা দাস ও প্রেমানারায়ণ
পরিচালনা **পীযূষ বসু**
সঙ্গীত **শ্যামল মিত্র**

উত্তম-আরতি
অভিনীত
ঊষা ফিল্মসের
পঞ্চম নিবেদন

প্রায়শ্চিত্ত

পরিচালনা **সলিল সেন**
সঙ্গীত **শ্যামল মিত্র**